আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **পবিত্র কোরআনে হজরত আদম (আ:)-২**

"আদম" নামটি কুরআন মাজীদের ২৫টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভালো করে বুঝতে হলে ২৫টি আয়াতের সাথে আগে ও পরের কিছু আয়াতও পড়া প্রয়োজন। হযরত আদম (আ:) সংক্রান্ত-৯টি সুরার ৬৫টি আয়াত ৩টি খন্ডে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আদম -১ প্রথম খণ্ডে সূরা আল-বাকারাহ ১০টি আয়াত, সূরা আলে-ইমরানের ৩টি আয়াত ও সূরা আল-মায়েদার ৬টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আল-বাকারাহ ১০টি আয়াতের বিষয় হচ্ছে "দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব (খলিফা) করার জন্য তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।"

সূরা আলে-ইমরানের ৩৩ ও ৩৪ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "আল্লাহ বিশ্বজগতের মধ্যে যাদেরকে বাছাই করেছেন তাদের নাম।"

সূরা আলে-ইমরানের ৫৯ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "ঈসার সৃষ্টির দৃষ্টান্ত আদমের মতো।"

সূরা আল-মায়েদার ৬টি আয়াতের বিষয় হচ্ছে "যদি কেউ কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। যদি কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।"

আদম-২ দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা আল-আ'রাফের ১১ নম্বর আয়াত থেকে ৩৫ নম্বর আয়াত পেশ করা হচ্ছে।

১১ নম্বর থেকে ১৮ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "শয়তানের অহংকার। আদমকে সেজদা করার আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা। শয়তান ধিকৃত ও বিতাড়িত।"

১৯ নম্বর থেকে ২২ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "শয়তান প্রতারনা করে আদম ও তার স্ত্রীকে নিষিদ্ধ গাছের ফল আস্বাদন করলো। এবং ফলে তাদের দ'জনেরই লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গেলো।"

২৩ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "আদম ও তার স্ত্রী স্বীকার করলো, তারা অন্যায় করে ফেলেছে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।"

২৪ ও ২৫ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট কাল তোমাদের অবস্থান করতে হবে এবং সেখানে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে। পৃথিবীতে তোমাদের মৃত্যু হবে এবং পৃথিবী থেকেই আখেরাতে তোমাদের বের করে আনা হবে।"

২৬ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য পোশাক নাযিল করেছি। শয়তান যেন প্রতারণা করে তোমাদেরকে নগ্ন না করে। এবং 'তাকওয়ার পোশাকই' উত্তম পোশাক।"

২৭ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "শয়তান তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে ফেতনায় ফেলেছিল। তাদেরকে নগ্ন করে দিয়েছিল। যারা ঈমানদার নয় তাদের জন্য শয়তানকে আল্লাহ বন্ধু বানিয়ে দিয়েছেন।"

২৮ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "আল্লাহ ফাহেশা কাজের নির্দেশ দেন না।"

২৯ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ইনসাফের। তোমরা মসজিদে একনিষ্ঠ হয়ে শুধু আল্লাহকেই ডাকবে।"

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৩০ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "তোমরা দু'দল, একদল হেদায়াতপ্রাপ্ত, অন্যদল শয়তানের বন্ধু গোমরাহ ।"

৩১ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "মসজিদে তোমরা সুন্দর পোশাক পরে সালাত আদায় করবে। এবং খাদ্য বা যে কোনো জিনিস অপচয়কারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না ।"

৩২ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "সুন্দর বস্তু ও উত্তম জীবিকা কে হারাম করলো ?"

৩৩ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "হারাম কাজ হচ্ছে-গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, পাপ কাজ, আল্লাহর বিরুদ্ধে/বিদ্রোহ, আল্লাহর সাথে শিরক করা ।"

৩৪ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "প্রত্যেকের জন্যই কাল-সীমা নির্ধারিত। এ নির্ধারিত কালের আগ-পিছ হবে না ।"

৩৫ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু "আল্লাহর রাসূলের সতর্কতা আমলে নিয়ে যারা নিজেদের সংশোধন (এসলাহ) করে নিবে তাদের কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই ।"

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা আল-আ'রাফ ৭:১১ থেকে ১৮</u>**

আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফিরিশতাদেরকে আদমকে সিজদা করিতে বলি; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১১)

তিনি বললেন, "আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত করিল যে, তুমি সিজদা করিলে না?" সে বলিল, "আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১২)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ
مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾

তিনি বলিলেন, "এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৩)

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

সে বলিল, "পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৪)

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿١٥﴾

তিনি বলিলেন, "যাহাদেরকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি অবশ্যই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫)

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

সে বলিল, "তুমি আমাকে শাস্তিদান করিলে, এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁৎ পাতিয়া থাকিব। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ
شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭)

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٨﴾

তিনি বলিলেন, "এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৮)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৯ থেকে ২২</u>

وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾

"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৯)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ
تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদেরকে কুমন্ত্রনা দিল এবং বলিল, "পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এইজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০)

وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

সে তাহাদের উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিল, "আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।"
(সূরা আল-আ'রাফ ৭:২১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

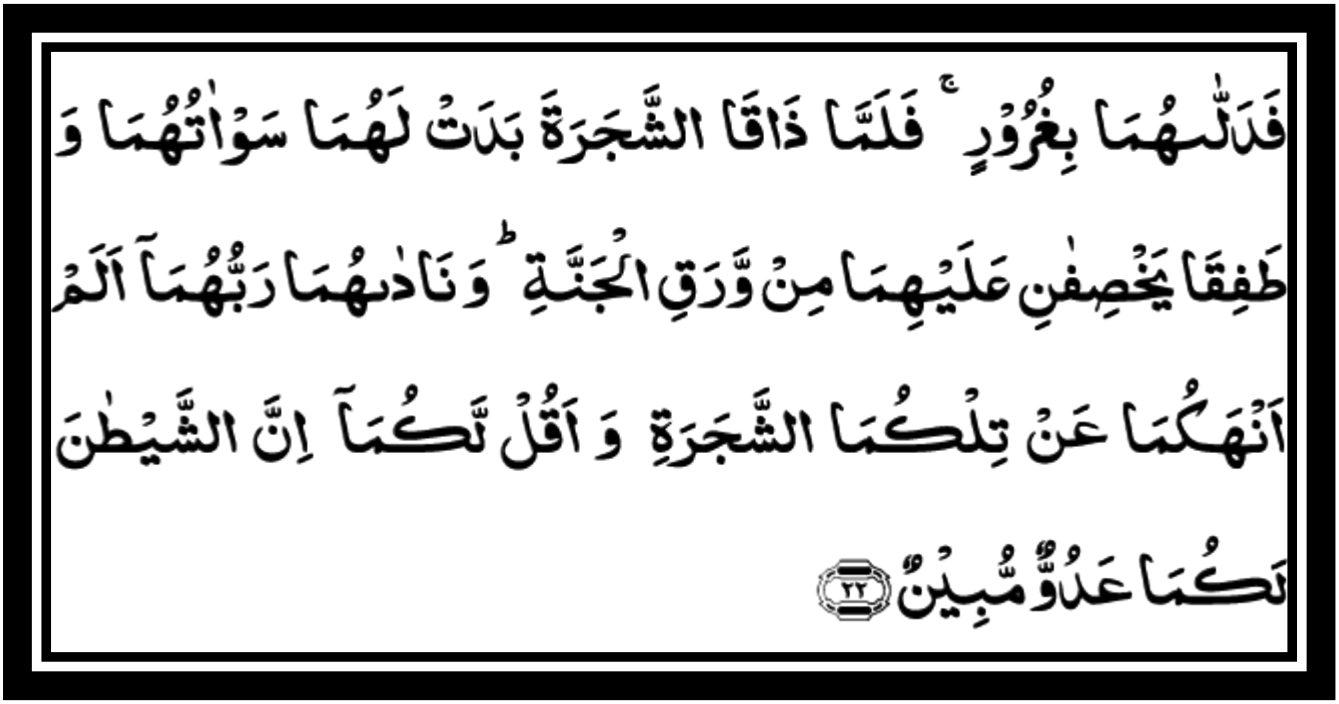
فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ
طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ
اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

এইভাবে সে তাহাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল. তৎপর যখন তাহারা সে বৃক্ষ-ফলের আস্বাদন গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করিতে লাগিল. তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে সম্মোধন করিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২২)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩</u>

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

তাহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৪ থেকে ২৫

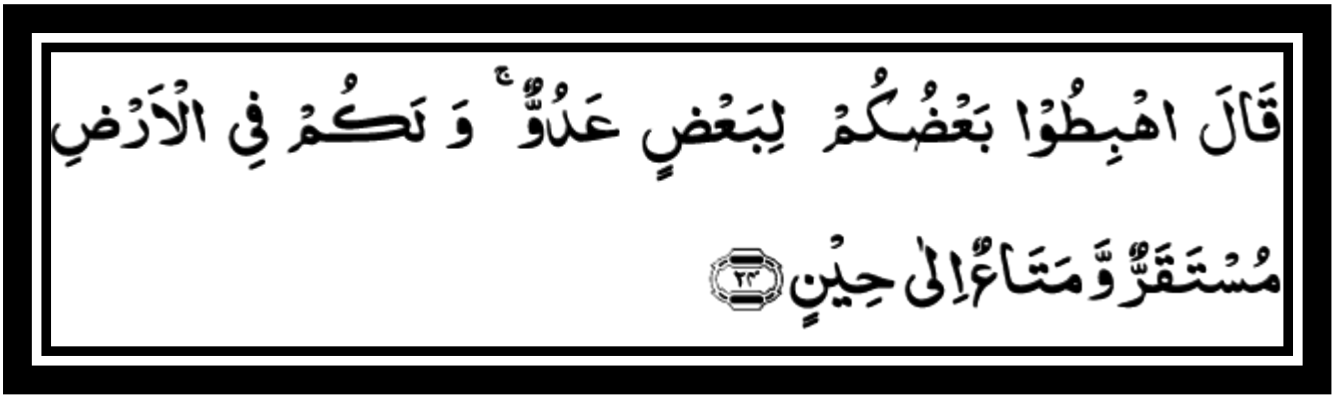
قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ
مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

তিনি বলিলেন, "তোমরা নামিয়া যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৪)

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

তিনি বলিলেন, "সেখানে তোমরা জীবন-যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং সেখান হইতে তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনা হইবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৬

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ؕ وَ
لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভুষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচয় দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচয়, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।
(সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৭

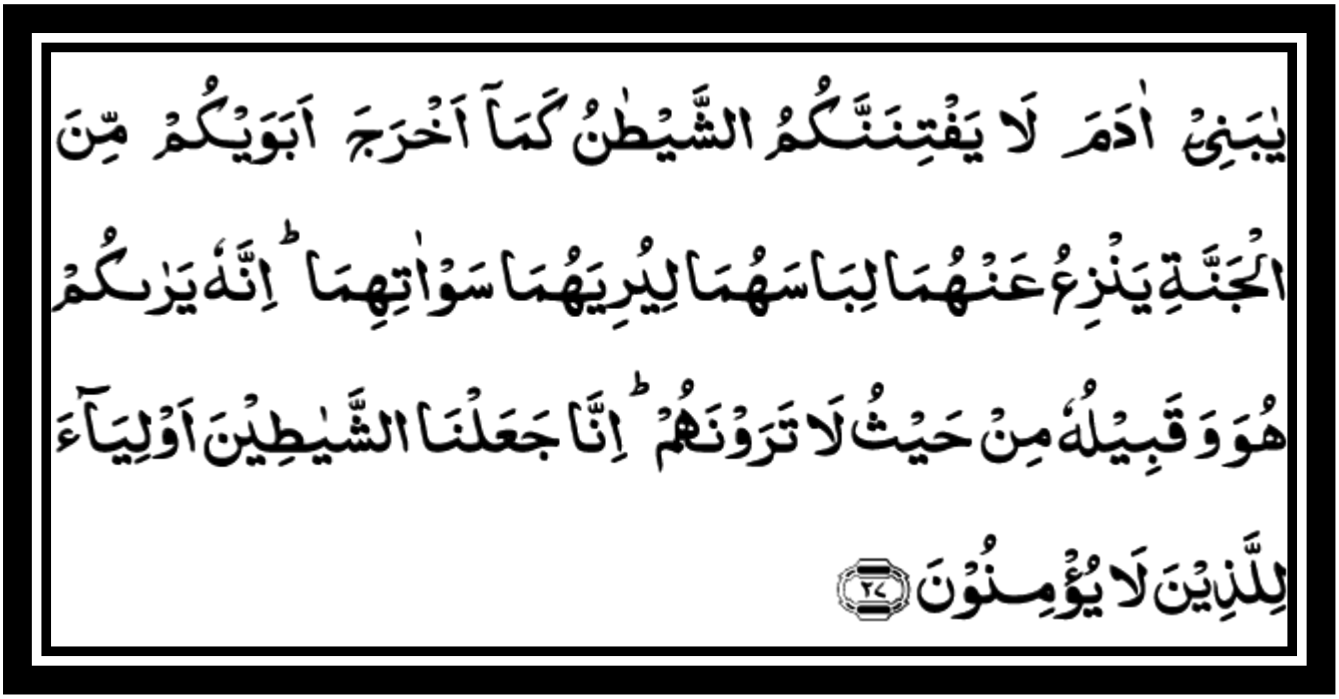
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ
الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ
هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে-যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কার করিয়াছিল, তাহারা তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে অভিভাবক করিয়াছি। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৮

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَاۗءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۭ
قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۗءِ ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَي اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

যখন তাহার কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।" বল, "আল্লাহ অশ্লীল আচরনে নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা যান না ?" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৯

বল, "আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের." প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাহাকে ডাকিবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩০

একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধারিত হইয়াছে। যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছিল এবং মনে করিত তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩১

হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩১)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩২

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ
الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

বল, "আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে হারাম করিয়াছে?" বল, "পার্থিব জীবনে, বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে। এইভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৩

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ
وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ
اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

বল, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা-যাহার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৪

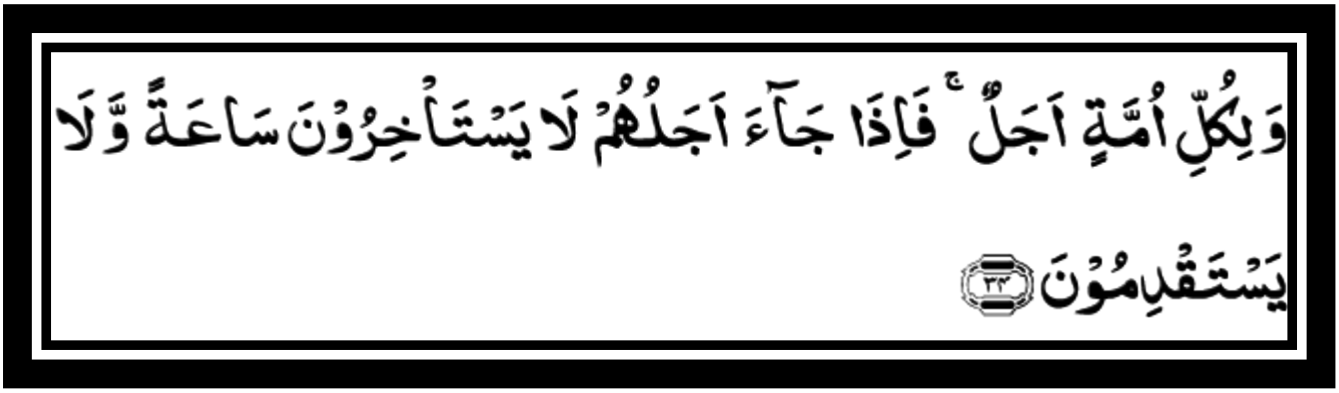
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মৃত্যুকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না এবং ত্বরাও করিতে পারিবে না। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৫

يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ۙ
فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

হে বনী আদম ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোনো রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, তাহা হইলে তাহাকে কোনো ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৩৫)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন, আমরা সকল গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ পরিহার করে আল্লাহকে অলি (বন্ধু) বানাই, শয়তানকে অলি (বন্ধু) না বানাই। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। আমাদেরকে সত্য-বিচ্যুত করার প্রচেষ্টায় শয়তান সর্বদা নিয়োজিত। শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহর স্মরণ। আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং সৎ আমল করা।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/